দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ...৩...

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান কমছে

মোশতাক আহমেদ

দুর্নীতির আখড়া

দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা আর দলীয়করণই যেন বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি-জামায়াতপন্থী খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এরশাদুল বারীই অনিয়ম ও দুর্নীতির মূল হোতা বলে অভিযোগ উঠেছে। নানা অনিয়মের কারণে দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারকারী এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু গতিহীন নয়, ধ্বংস হতে চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে করে কমছে শিক্ষার মান, কমছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও।

সর্বশেষ রবিবার চুরি করে ক্যাম্পাসের বেশকিছু গাছ কেটে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর এই গাছ কাটার ছবি তুলতে গেলে ঢাকার দুই ফটো সাংবাদিককে দিনভর আটক করে রাখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের লোকেরা। উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা ও তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি। পরে ১৯৯২ সালে নাম পরিবর্তন করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৩৫ একর জমিতে ঢাকা থেকে ২৩ মাইল উত্তরে গাজীপুরে অবস্থিত। মজুরি কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র এবং এক হাজার টিউটোরিয়াল কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে ২১টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু রয়েছে। দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভালভাবে শিক্ষা পরিচালনা হয়ে আসলেও বিদায়ী জোট সরকারের আমলে দুই দফায় নিয়োগপ্রাপ্ত বিএনপি-জামায়াতপন্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম এরশাদুল বারীকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে দুর্নীতি ও অনিয়মের বাসা বাঁধতে শুরু করে। নানা অভিযোগ থাকলেও শুধু দলীয়করণের কারণে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বিদায়ী সরকার তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ দেয়। এর আগে বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তাকে প্রথমে মেয়াদে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। সূত্রগুলো বলেছে, নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই ড. এরশাদুল বারী সেখানে নিজস্ব সিন্ডিকেট করে দুর্নীতি ও অনিয়ম শুরু করেন। অবকাঠামোগত উন্নয়নে টেন্ডার ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান, বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সফল করতে ৫০ হাজার দলীয় টিউটর নিয়োগ, মিডিয়া সেন্টার স্থাপনে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, নিয়োগবাণিজ্য ও দলীয়করণসহ নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তিন পরীক্ষক নিয়োগেও চরম অনিয়ম করা হয়। বর্তমানে ওপেন স্কুলের তিন আর্শেদ আলী মাতুব্বর সহযোগী অধ্যাপক হয়ে তিনের দায়িত্ব পালন করছেন, যা একজন অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করার কথা। অতিরিক্ত অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমির হোসেন সরকারকে সহযোগী অধ্যাপক করে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন করা হয়। পরীক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও অনিয়ম করার অভিযোগ রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আনসারুজ্জামানের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রকাশনা না থাকাসহ কম যোগ্য হয়েও তাঁকে অধ্যাপক করা হয়। অথচ বিদেশে এমএ ও পিএইচডি করা এবং বিদেশী জার্নালে প্রকাশনা থাকা লোককেও কেবল নিজের দলের অনুগত না হওয়ায় অধ্যাপক করা হয়নি। পরীক্ষক নিয়োগে কোন নীতিমালা মানা হয় না। একই ব্যক্তিকে তিন-চারবার করে প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া পরীক্ষক ও টিউটরদের সম্মানী ভাতা এক বছরেরটা আরেক বছর পাওয়া যায় না বলে পরীক্ষক ও টিউটররা অভিযোগ করেছেন। ফলে টিউটোরিয়াল কেন্দ্র ভালভাবে চলছে না। সার্টিফিকেট ও মার্কসশীট উঠাতে এসে শুধু আর্থিক লেনদেনই নয়, নানা হয়রানির শিকারও হতে হয়। তাছাড়া বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সফল করতে সারাদেশে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সেন্টারের জন্য ৫০ হাজারের মতো টিউটরকে নিয়োগ দিয়েছেন ড. এরশাদুল বারী। নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করে বিএনপি-জামায়াত জোটের পক্ষে কাজ করার লক্ষ্যেই তাদের নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ উঠে। নিয়োগপ্রাপ্তদের সিংহভাগই জামায়াত-শিবির কর্মী। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে এই নিয়োগ বাতিলের দাবি উঠেছে। জানা গেছে, প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডিয়া সেন্টার স্থাপনে প্রায় বিশ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন এরশাদুল বারী ও তাঁর সহযোগীরা। মূলত এরশাদুল বারী নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই নিম্নমানের পাঠসামগ্রী, যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই না পৌঁছা, ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতায় অবনতি ঘটে শিক্ষার গুণগত মানের। কমতে থাকে ছাত্রের সংখ্যা। বর্তমানে বাউবি কর্তৃপক্ষ ছাত্রসংখ্যা ৬ লক্ষাধিক বলে দাবি করলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী এই ছাত্রসংখ্যা চার লাখ সাইত্রিশ হাজার ৪শ' ৮৯। এর মধ্যে অবনতিশীল শিক্ষার কারণে লক্ষাধিক ছাত্র ঝড়ে পড়েছে। একটি হিসেবে দেখা যায়, ১৯৯২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে বিএড প্রোগ্রামে ভর্তি হয় ৬০৭৫ শিক্ষার্থী। কিন্তু ২০০৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৯শ' ৭৪। সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে ১৯৯৪ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৩০৩৯ আর ২০০৪ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৫১০। এভাবেই দিন দিন ছাত্রসংখ্যা কমছে। তাছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ উচ্চশিক্ষা তথা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা হলেও বাস্তবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রাম নিয়েই ব্যস্ত। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেছেন, পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘ কালক্ষেপণ, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব, নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও দেরিতে বই বিতরণসহ নানা কারণে বিভিন্ন প্রোগ্রামে সেশনজটসহ গতিহীন হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ বিষয়ে ড. এরশাদুল বারীর অফিসে এবং বাসায় বার বার ফোন করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।